জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১০৯তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

ভাষণ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

ঢাকা, রবিবার, ২৫ মে ২০০৮, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

এ অনুষ্ঠানের স্মারক বক্তা,

নজরুল গবেষক ও সংস্কৃতি-কর্মীগণ,

সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১০৯তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমগ্র জাতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। সত্যিকার অর্থেই নজরুল ছিলেন এবং আছেন গণমানুষের কবি। ভৌগলিক ব্যবধান অতিক্রম করে পৃথিবীর সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ে তাঁর চিরস্থায়ী অধিষ্ঠান। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তাই শুধু বাঙালির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বিশ্বজোড়া তার অনুরণন। এই শুভদিনে আমি নজরুল পরিবারের সদস্যবর্গ এবং দেশে-বিদেশে নজরুল অনুরাগী, কবি-সাহিত্যিক-গবেষক, মানবতাবাদী ও বুদ্ধিজীবীদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

কর্মজীবনের সায়াহ্নে শেষতম ভাষণে নজরুল নিজেই তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে বলেছিলেন: "বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান সেনাদলের তূর্যবাদকদের একজন আমি, এ-ই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি এই দেশে, এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই সমাজেরই নই, আমি সকল দেশের সকল মানুষের। কবি চায় না দান, কবি চায় অঞ্জলি, কবি চায় প্রীতি। সুন্দরের ধ্যান, তার স্তবগানই আমার ধর্ম। ------- আমি বিদ্রোহ করেছি, বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন পচা, সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে"। বিশ্বখ্যাত কোনো কবি বা সাহিত্যিকের এমন অনুপম ও সত্যনিষ্ঠ আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মবর্ণনা আর কোথাও আমরা দেখিনি।

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত। রবীন্দ্রবলয়ের বাইরে নতুন সাহিত্য-মানচিত্র নির্মাণের প্রধান কারিগর। শব্দধ্বনি, ছন্দতালে, অর্থব্যঞ্জনায়, চিত্র-নির্মাণে ও সামগ্রিক আবহে নজরুল সৃষ্টি করেছিলেন বাংলা কাব্য-সংগীতালোকে নতুন এক বিস্ময়কর জগৎ। গজল ও রাগনির্ভর বাংলা গানের ক্ষেত্রে তিনি এক বৈপ্লবিক সূচনা করেন। তার বিদেশী, বিশেষ করে আরবী, ফার্সী, উর্দু শব্দের অনায়াস ব্যবহার বাংলা কাব্যকে করে তোলে সমৃদ্ধতর। - নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া, আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া। আরবী-উর্দু শব্দের এমন স্বচ্ছন্দ সাবলীল প্রয়োগ শুধুমাত্র কাব্যকে ঐশ্বর্যশালী করেছে তা-ই নয়, বাংলা ভাষার ধারণক্ষমতা ও আন্তর্জাতিকতারও প্রমাণ এতে রয়েছে। নজরুল কীর্তন যেমন লিখেছেন, ইসলামী সঙ্গীত রচনায়ও দেখিয়েছেন পরম পারদর্শিতা।

নজরুল বাংলা সঙ্গীতেরও কালজয়ী স্রষ্টা। বাংলা ভাষায় সর্বাধিক গীত রচয়িতা। সুরকার হিসেবে তিনি সঙ্গীতে মৌলিক পরিবর্তন এনেছিলেন। নজরুল ছিলেন একজন সফল সাংবাদিক ও সম্পাদক। ছিলেন প্রতিভাবান নাট্যকার,

সংলাপ রচয়িতা ও অভিনেতা। ছায়াছবি নির্মাণ করেছেন, ছবির জন্য সঙ্গীত রচনা ও সুর করেছেন। এভাবেই এক অসাধারণ প্রতিভাবান নজরুল আমাদের সাহিত্য-সাংবাদিকতা-সঙ্গীত তথা সংস্কৃতির সকল অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন। জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানস নির্মাণে নজরুলের অবদান তাই অতুলনীয়।

সুধীবৃন্দ,

নজরুলের সমকালে দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্যে যত আন্দোলন হয়েছিল, সবগুলোতেই তাঁর সমর্থন কিংবা অংশগ্রহণ ছিল একেবারেই নিরঙ্কুশ। সকল প্রকার বন্ধন থেকে, তা রাজনৈতিক হোক বা অন্যবিধ, মানুষের মুক্তি কামনায় তিনি ছিলেন অধীর; তাঁর সংকল্প ছিল আপসহীন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান, লুটেরা-মহাজন-শোষক শ্রেণীর প্রতি তীব্র ঘৃণা, সর্বপ্রকার বৈষম্যের অবসান এবং সর্বোপরি নিখিল মানবতার জয়ের আকাঙ্খা। তাইতো আর্থ-সামাজিক মুক্তির প্রচেষ্টায়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে ছিন্ন করে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হবার এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে নজরুল পরম স্বাভাবিকতায়ই হয়ে উঠেন আমাদের অনুপ্রেরণার অন্তহীন উৎস।

নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা বিস্ময়কর। যুগে যুগে নির্যাতিতা নারীর জয়গান গেয়েছেন নজরুল। সভ্যতার জয়যাত্রা হবে নর-নারীর সমানাধিকারের ভিত্তিতে, সম্মিলিত প্রয়াসে। তিনি গেয়েছেন:

নর বাহে হাল, নারী বহে জল,
সেই জল-মাটি মিশে ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল
সোনালী ধানের শীষ।

সুধীমণ্ডলী,

নজরুল গেয়েছেন্ তারুণ্যের জয়গান। প্রলয়-উত্তর সৃষ্টির আবাহন তাঁর লেখনীতে পেয়েছে উদাত্ত উচ্চারণ। ঘূণে ধরা ও অসম সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংসের মধ্যেই নজরুল প্রত্যাশা করেছেন নতুন মঙ্গলময় সৃষ্টির বিরাট আয়োজন। রাত্রির ক্ষয়িষ্ণু অন্ধকারের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন অনাগত উজ্জ্বল উষার অফুরন্ত সম্ভাবনা। তিনি আমাদেরকে শুনিয়েছেন আশার বাণী:

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর, প্রলয় নতুন সৃজন বেদন,
আসছে নবীন জীবনহারা অসুন্দরে করতে ছেদন।

সুধীবৃন্দ,

বিস্ময়কর, বহুমুখী ও অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী নজরুল এখনও সম্পূর্ণরূপে আবিস্কৃত হননি। আমাদের জাতীয় কবি নজরুলকে নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক কাজ হচ্ছে। বাংলা একাডেমী সম্প্রতি নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করেছে। নজরুল ইনস্টিটিউটও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। দেশী-বিদেশী অনেক গবেষক কবির জীবন, রচনা ও সৃষ্টিকর্ম নিয়ে কাজ করছেন। বিশ্বের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল বিষয়ক পাঠ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। তবু আমার মনে হয়, নজরুল প্রতিভার পরিপূর্ণ পরিচয় আমরা অদ্যাবধি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারিনি।

নজরুলের বৈচিত্র্যময় ও বহুমুখী সৃষ্টি মানবজাতির এক অনন্য সম্পদ। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে এর অধ্যয়ন ও অনুশীলন আজ অপরিহার্য। এই সম্পদের বিস্তৃতি ও প্রকৃত পরিচিতি বিশ্বময় প্রচারের দায়িত্ব তাই আমাদের সকলের। আমি নজরুল-গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার জন্য অনুরোধ করবো।

সুধীমণ্ডলী,

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জন্য সাহিত্য, সঙ্গীত, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে মৌলিক চিন্তাজাত সৃষ্টিকর্ম রেখে গেছেন। এ-থেকে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা নিতে হবে। জাতি হিসেবে আমরা যত কঠিন সময়ের মুখোমুখি হই না কেন, আমাদেরকে অবশ্যই তা মোকাবেলা করতে হবে এবং জয়যুক্ত হতে হবে। নজরুলের

প্রগতিশীল, সংস্কারবাদী, অসাম্প্রদায়িক, জনকল্যাণকামী চেতনায় বলীয়ান হয়ে এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা রাখতে দেশের কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি কর্মীদের প্রতি আমি আহ্বান জানাই।

কবি নজরুল যেমন বলেছিলেন, গিরি যত দুর্গম আর পারাবার যত দুস্তরই হোক না কেন, ইস্পাত-কঠিন সংকল্পে স্থির ও ঐক্যবদ্ধ থেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদেরকে অবশ্যই গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ।

......